চাল সিন্ডিকেট ভেঙে দাও, চালের মূল্য কমাও
এক পয়সাও বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল জনগণ দিবে না

২৭ সেপ্টেম্বর '১৭ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে চালের দাম বৃদ্ধি এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সিপিবি-বাসদ, বাম মোর্চা আহূত দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে নেতৃবৃন্দ চাল সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে দাম কমানো এবং এক পয়সাও বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল জনগণ দেবে না বলে বক্তব্য প্রদান করেন।

বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক ও বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান লিপন। সভা পরিচালনা করেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য অনিরুদ্ধ দাশ অঞ্জন। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

গাজী খলিল ও ড.তালিম এর স্মরণে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

১৪ অক্টোবর '১৭ সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জাবি শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক গাজী খলিলুর রহমান ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতা ড. তালিম হোসেন এর স্মরণে স্মরণসভার আয়োজন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। ছাত্র ফ্রন্ট জাবি শাখার সাভাপতি মাসুক হেলাল অনিক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, ছাত্র ফ্রন্ট জাবি শাখার সাবেক সভাপতি সাদরুল আলম হারুন, আল বেরুনী হলের সাবেক ভিপি কামরুল হাসান খান, জাকসু সাবেক জিএস অধ্যক্ষ আজিজ হাসান চৌধুরী শাহিন, সাবেক সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, সভাপরিচালনা করেন জাবির সাধারণ সম্পাদক সুস্মিতা মরিয়ম।

ফতুল্লা স্টিল রি-রোলিং মিলস্ খুলে দেওয়ার দাবি

বেআইনিভাবে বন্ধ ফতুল্লা স্টিল মিলস্ অবিলম্বে খুলে দেয়া ও তিন মাসের বকেয়া পাওনা পরিশোধের দাবিতে ১১ অক্টোবর নারায়নগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশের বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট জেলা সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি সেলিম মাহমুদ, জামাল হোসেন, এস.এম কাদির, সুমন আহাম্মেদ পলাশ, মনির হোসেন।

বুলডোজার দিয়ে রিক্সা ধ্বংস বন্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত রিক্সা চালকদের ক্ষতিপূরণের দাবি
শ্রমিক ফ্রন্টের কর্মসূচিতে পুলিশের বাধা প্রদানের নিন্দা

বুলডোজার দিয়ে রিক্সা ভাংচুর ও ধ্বংস বন্ধ, ক্ষতিগ্রস্ত রিক্সা চালকদের ক্ষতিপূরণ, নিয়ম-বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাটারি চালিত রিক্সার লাইসেন্স প্রদানের দাবিতে ৮ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে শহরের সাতমাথায় আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচিতে পুলিশ বাঁধা দেয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিকল্প কর্মসংস্থান ছাড়া রিক্সা উচ্ছেদ করা যাবে না এবং নিয়ম বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে ব্যাটারি রিক্সার লাইসেন্স প্রদানের দাবি জানান। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা রায়হান আলী, শিব সংকর শিবু, মো. সাগর, সুরেশ চন্দ্র দাস মনো প্রমুখ।

সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উপরে পুঁজিবাদী-সাম্প্রদায়িক-সাম্রাজ্যবাদী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী আগ্রাসনের প্রতিবাদে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

সাম্প্রদায়িক ও দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করে, প্রগতিশীল গণতন্ত্রমনা লেখকদের লেখাগুলো যুক্ত করে মানসম্মত, চিত্তাকর্ষ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন; সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, একই ধারার গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন; শিক্ষার সকল স্তরে বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ; চারু ও কারুশিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র বন্ধ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে মূল বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং অবিলম্বে ডাকসুসহ ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে জাতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি রক্ষা আন্দোলনের উদ্যোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ উদীচী সভাপতি ড. সফিউদ্দিন আহমদ এবং প্রগতিশীল ছাত্র জোটের সমন্বয়ক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ইমরান হাবিব রুমন।

এরপর একটি বিক্ষোভ মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে টিএসসি-দোয়েল চত্বর-প্রেসক্লাব হয়ে সচিবালয়ের উত্তর গেটে অবস্থান নেয়। ইমরান হাবিব রুমনের সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ড. সফিউদ্দিন আহমদ, বাকবিশিষের এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আকমল হোসেন, গার্মেন্ট টিইউসির সহসভাপতি রুহুল আমিন, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জি এম জিলানী শুভ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিনয়ন চাকমা, ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স, ছাত্র ঐক্য ফোরামের যুগ্ম আহ্বায়ক সরকার আল ইমরান, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সদস্য সাদেকুল ইসলাম সোহেল।

নেতৃবৃন্দ পাঠ্যপুস্তকের সাম্প্রদায়িক লেখাসমূহ বাদ দিয়ে প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক লেখকদের লেখা পুনরায় যুক্ত করা, শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমাগত ফি বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক নাইট কোর্স, পিপিপি-হেক্যাপ, ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র ব্যাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রকৃত চরিত্র হারিয়ে বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করার দবি করেন।

জাতীয় কমিটির মতবিনিময়

বিদ্যুতের দাম না বাড়ানো, গ্যাস খাত উন্নয়ন ও জাতীয় স্বার্থে জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের আহ্বান

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির সদস্যসচিব অধ্যাপক মুহাম্মদ বলেছেন, বিদেশ ও বিভিন্ন কোম্পানি নির্ভর সরকারের জ্বালানি মহাপরিকল্পনা অব্যাহত থাকলে দফায় দফায় গ্যাস ও বিদ্যুতের দাম বাড়বে। তিনি জনস্বার্থে জ্বালানি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি জানান। তিনি বলেন, জাতীয় কমিটি ইতিমধ্যে খসড়া মহাপরিকল্পনা হাজির করেছে। এটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশ ও জনগণের স্বার্থ রক্ষিত হবে। একসময় বলা হয়েছিল দেশে গ্যাসের সংকট নেই। তখন লক্ষ্য ছিল গ্যাস রপ্তানি করা। এখন বলা হচ্ছে, গ্যাসের সংকট আছে। এখনকার লক্ষ্য হলো এলএনজি আমদানি করা। তিনি সমুদ্রে রপ্তানিনীতি গ্যাস চুক্তি বাতিল করে, জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত ও গ্যাস উত্তোলনে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের দাম কমলেও আমাদের দেশে তা সমন্বয় করা হয়নি। এটি সমন্বয় করলে পুরো অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সুযোগ বাড়বে। তখন দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হতো, বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর আলোচনাই উঠত না।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ৮ অক্টোবর '১৭ মুক্তিভবনের প্রগতি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের গ্যাসসম্পদ, বিদ্যুতের দামবৃদ্ধি এবং সরকারি পরিকল্পনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। গ্যাস সম্পদ, বিদ্যুৎ, দাম বৃদ্ধি ও সরকারের পরিকল্পনা এবং গণশুনানিতে জনগণের মতামত বিষয়ক আলোচনা উত্থাপন করেন অধ্যাপক মোশাহিদা সুলতানা, রুহিন হোসেন প্রিন্স ও জোনায়েদ সাকী। আলোচনায় অংশ নেন, মো. শাহ আলম, সাইফুল হক, বজলুর রশীদ ফিরোজ, টিপু বিশ্বাস, আবুল হাসান রুবেল প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচকরা বলেন, সরকার মেগা প্রজেক্টের নামে দুর্নীতিবাজ ও কমিশনভোগীদের পকেট ভরাতে ব্যস্ত। দুর্নীতিবাজদের পকেট রক্ষিত থাকলেও সাধারণ জনগণের পকেট অরক্ষিত। এজন্য বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়িয়ে জনগণের পকেট কাটতে চাইছে সরকার। বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়া হলে আন্দোলনের মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত প্রতিহত করা হবে।

বক্তারা বলেন, ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ ৭ হাজার ৮ শত ৪৩ কোটি টাকা কমানো যেত। এর ফলে বিদ্যুতের দাম ইউনিট প্রতি ১.৫৬ টাকাও কমানো যেত। বক্তারা বিদ্যুৎ খাতে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি দূর করে রাষ্ট্রীয় খাতকে প্রাধান্য দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও দাম কমানোর দাবি জানান। বক্তারা গ্যাস খাত উন্নয়নেও উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান। বক্তারা সুন্দরবনবিধ্বংসী রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধের আহ্বান জানিয়ে বলেন, জনমত উপেক্ষা করে এই প্রকল্প অব্যাহত রাখার পরিণাম মোটেই শুভ হবে না। জনগণই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুন্দরবন রক্ষা করবে।

মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও হয়রানি বন্ধসহ এশিয়া এনার্জি বহিষ্কার, ফুলবাড়ী চুক্তির বাস্তবায়নের দাবি

২৬ আগস্ট '১৭ ফুলবাড়ী গণঅভ্যুত্থান ও প্রতিরোধের ১১ বছর পূর্তিতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকা ও ফুলবাড়ীসহ সারাদেশে ফুলবাড়ী দিবস পালিত হয়।

২৬ আগস্ট ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জাতীয় কমিটিসহ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, গণসংহতি আন্দোলন, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ (মার্কসবাদী), জাতীয় গণফ্রন্ট, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, পরিবেশবাদী সংগঠন (বাপা), গ্রীণ ভয়েজসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন ফুলবাড়ী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও বাসদ এর কেন্দ্রীয় নেতা বজলুর রশীদ ফিরোজ। উপস্থিত ছিলেন সিপিবি'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাসদ-এর কেন্দ্রীয় নেতা রাজেকুজ্জামান রতন, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা আ.ক.ম জহিরুল ইসলাম, গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা তাসলিমা আক্তার, জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা রজত হুদা প্রমুখ

সাফা নিটওয়্যার লি. এর শ্রমিকদের উপর সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা
দোষিদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি

সিদ্ধিরগঞ্জে অবস্থিত সাফা নিটওয়্যার লি. এর শ্রমিকদের উপর মালিকের ভাড়াটে সন্ত্রাসী হামলাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রমিক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সাফা নিটওয়্যার লি. এর শ্রমিক সুমনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম গোলক, সাইফুল ইসলাম শরীফ, তৌহিদুর রহমান সুজন, হাসনাত কবীর, এস এম কাদির, কারখানার শ্রমিক ইসমাইল, আনোয়ার হোসেন, চম্পা, লাইজু ও মনির।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯ সেপ্টেম্বর একজন শ্রমিককে কারখানার এইচ আর ম্যানেজার বেআইনিভাবে জোরপূর্বক স্বাক্ষর নেয়ার চেষ্টা করলে শ্রমিকরা এর প্রতিবাদ করে। ম্যানেজার এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বাইরে থেকে সন্ত্রাসী ডেকে এনে প্রতিবাদকারী শ্রমিকদের ওপর আক্রমণের নির্দেশ দেয়। কারখানা ছুটি হলে গেটের বাইরে শ্রমিকদের সন্ত্রাসীরা মারধর করে। পরের দিন শ্রমিকরা সকালে কাজ করতে এলে সন্ত্রাসীরা ম্যানেজারের চিহ্নিত শ্রমিকদের ব্যাপক মারধর করে। এতে মারাত্মক আহত ৮/১০ জন শ্রমিককে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হয়। সন্ত্রাসীরা এখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে শ্রমিকদের হুমকি দিচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ এইচআর ম্যানেজারকে অপসারণ এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

শ্রমিকের প্রাপ্য পাওনা না দিয়ে বেআইনিভাবে ঢাকা ফার ইস্ট গার্মেন্টস
স্থানান্তরের চক্রান্তের প্রতিবাদে মিছিল ও সমাবেশ

শ্রমিকের প্রাপ্য পাওনা না দিয়ে পশ্চিম কাইয়ুমপুরে অবস্থিত ঢাকা ফার ইস্ট লি. বেআইনিভাবে স্থানান্তরের চক্রান্তের প্রতিবাদে কারখানার শ্রমিকরা ১৬ সেপ্টেম্বর '১৭ বিক্ষোভ মিছিল ও নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে। ঢাকা ফার ইস্ট লি. এর শ্রমিক আপনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম গোলক, সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম শরীফ, কারখানার শ্রমিক রাজ্জাক, জাহিদ, আসমা, মিঠু, আমির।

পুঁজিবাদী শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের শহিদ বীরকন্যা প্রীতিলতার ৮৫তম আত্মাহুতি দিবস উপলক্ষে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম এর উদ্যোগে ২৪ সেপ্টেম্বর সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসু এবং পরিচালনা করেন সংগঠনের ঢাকা মহানগর শাখার পাঠাগার সম্পাদক রুখসানা আফরোজ আশা। সভায় আলোচনা করেন বাসদ ঢাকা নগরের সদস্য সচিব জুলফিকার আলী, মহিলা ফোরাম এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য সামসুন্নাহার জ্যোৎস্না, ছাত্র ফ্রন্টের ঢাকা নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মুক্তা বাড়ৈ, ইডেন কলেজ শাখার সভাপতি নবীনা আক্তার।

বীরকন্যা প্রীতিলতার ৮৫ তম আত্মাহুতি দিবস উপলক্ষে বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখা ও মহিলা ফোরাম নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। নারায়ণগঞ্জ জেলা আহ্বায়ক জেসমিন আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শম্পা বসু, বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা সমন্বয়ক নিখিল দাস, ছাত্র ফ্রন্ট জেলার সভাপতি সুলতানা আক্তার, মহিলা ফোরাম নেত্রী শিল্পী আক্তার, শান্ত মনি প্রমুখ।

শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী মালিকের শাস্তি দাবি
নিহতদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি

মুন্সিগঞ্জের চরমুক্তারপুরে আইডিয়াল টেক্সটাইল মিলে অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী মালিকসহ সকলের শাস্তি ও নিহতদের আজীবন আয়ের সমান ৪৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবিতে শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ২২ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও শহরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক ও গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম গোলক, সহসভাপতি সাইফুল ইসলাম শরীফ, রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক এস এম কাদির।

নেতৃবৃন্দ বলেন, মুন্সিগঞ্জের আইডিয়াল টেক্সটাইল মিল বেআইনিভাবে পাঁচতলা বিল্ডিং এ চালানো হচ্ছিল। এখানে বিকল্প সিঁড়ি ছিল না, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না, প্রত্যেক ফ্লোরে পানির ব্যবস্থা ছিল না। টিনশেডের অনুমতি থাকলেও বিল্ডিংয়ে কারখানা চালানোর সরকারি অনুমোদন ছিল না। আগুন লাগার পর এলাকার লোকজন সাহায্যের জন্য এলে তাদের কারখানায় ঢুকতে দেয়া হয়নি। ওয়েল্ডিং থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পাশাপাশি স্থানে কেমিক্যাল ও কাপড় থাকায় এ আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মালিকের সীমাহীন মুনাফার লোভ এবং চরম দায়িত্বহীনতার কারণে শ্রমিকের জীবন বলি হয়েছে। এ ঘটনায় ৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নেতৃবৃন্দ প্রশ্ন রাখেন, অনুমোদনহীন অবস্থায় মালিক কীভাবে কারখানাটি এতদিন চালাল? সরকারের তরফ থেকে কেন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? আর কত মৃত্যু ঘটলে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে?

নেতৃবৃন্দ আইডিয়াল টেক্সটাইল মিলে অগ্নিকাণ্ডে শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ী মালিক, সংশ্লিষ্ট সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ সকলের সর্বোচ্চ শাস্তি ও নিহতদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ এবং আহতদের সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসনের দাবি করেন।

শহিদ সুজলের ২৯তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও ন্যূনতম মজুরি ১৫০০০ টাকার দাবিতে আন্দোলন গড়ার আহ্বান

রি-রোলিং শ্রমিক আন্দোলনে নিহত শহিদ সুজলের ২৯তম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে রি-রোলিং স্টিল মিলস্ শ্রমিক ফ্রন্ট পাগলা-শ্যামপুর শিল্পাঞ্চল শাখার উদ্যোগে ১২ সেপ্টেম্বর পাগলা রসুলপুরে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রি-রোলিং স্টিল মিলস্ শ্রমিক ফ্রন্ট শ্যামপুর শিল্পাঞ্চল শাখার সভাপতি আফজাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রি-রোলিং স্টিল মিলস্ শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপুব, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি সেলিম মাহমুদ, এম.এ. মিল্টন, জামাল হোসেন, এস.এম.কাদির, মোস্তফা, গোলাম রাব্বানী, আলমগীর ও শহিদ সুজলের সন্তান সুমন।

চাঁদনীর আত্মহত্যার প্ররোচনাকারীদের গ্রেফতারের দাবি

খুলনা শহরের সরকারি করোনেশন স্কুলের সপ্তম শ্রেণির মেধাবী ছাত্রী সামসুন নাহার চাঁদনীকে উত্ত্যক্ত ও আত্মহত্যায় প্ররোচনাকারীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি-নারীসেল ও সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ অক্টোবর নগরীর পিকচার প্যালেস মোড়ে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ ও মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন নারীসেলের সদস্য রসু আক্তার এবং পরিচালনা করেন সুতপা বেদজ্ঞ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গণতান্ত্রিক আইনজীবী সমিতির সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা আ.ফ.ম মহসীন, বৃহত্তর আমরা খুলনাবাসী'র সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান খোকন, নাগরিক অধিকার বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য সচিব আফজাল হোসেন রাজু, বটিয়াঘাটা উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই গাইন, সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এসএ রশিদ, নগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান বাবু, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম নেত্রী কোহিনুর আক্তার কণা, বাসদ খুলনা জেলা সমন্বয়ক জনার্দন দত্ত নান্টু, ছাত্র ইউনিয়ন খুলনা জেলার সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় দাস, ছাত্র ফ্রন্টের সদস্য নিত্যানন্দ কবিরাজ, চাঁদনীর বড় ভাই শামীম ফেরদৌস নয়ন প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান।

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার, টাকার খেলা বন্ধ, পেশিশক্তি, প্রশাসন ও ধর্মের অপব্যবহারমুক্ত সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিসহ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত কর

১৩ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের দাবিতে সিপিবি-বাসদ ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা আহূত দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশের কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, টাকার খেলা বন্ধ, পেশিশক্তি, প্রশাসন ও ধর্মের অপব্যবহারমুক্ত সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিসহ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার দাবি জানান।

ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অধ্যাপক আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আকবর খান, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জুনায়েদ সাকি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড মো. শাহ আলম, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশরেফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় নেতা আকম জহিরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক হামিদুল হক। সভা পরিচালনা করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড জাহেদুল হক মিলু।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আইনজীবী ফ্রন্টের মানববন্ধন সমাবেশ অনুষ্ঠিত

প্রগতিশীল আইনজীবী ফ্রন্ট (পিএলএফ) এর উদ্যোগে ১৫ সেপ্টেম্বর '১৭ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন নিশ্চিত, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে আইনজীবী ফ্রন্টের মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিএলএফ এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম। বক্তব্য

রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. জহিরুল ইসলাম মোল্লা, অ্যাড. জাহেদুল হক মিলু, অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু, অ্যাড. নিখিল কুমার বিশ্বাস, অ্যাড. বিমল চন্দ্র সাহা, অ্যাড.মাসুদ মিয়া, অ্যাড. সোহেল রানা, অ্যাড. আব্দুল খালেক, অ্যাড. ফারুক হোসেন।

মানববন্ধনে নেতৃবৃন্দ বলেন, কোর্টসহ সকল বিচারকদের নিয়োগ মাণদণ্ড নির্ধারণ করে সম্পূর্ণ বিচার বিভাগের এখতিয়ারে আনতে হবে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, সুপ্রিম কোর্টের জন্য পৃথক সচিবালয় স্থাপন করতে হবে এবং বিচারকদের বদলি, পদোন্নতি এবং শৃঙ্খলামূলক তদারকি সম্পূর্ণরূপে সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করতে হবে। বিচার ব্যবস্থাসহ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দূর করতে হবে। খাদ্য-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা-চিকিৎসা ও কাজের অধিকারকে সংবিধানের মূল নীতি থেকে মৌলিক অধিকারের অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। সংবিধানের সকল জনস্বার্থবিরোধী ও গণতান্ত্রিক অধিকার পরিপন্থি এবং বিতর্কিত সংশোধনী বাতিল করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জুডিসিয়াল সার্ভিসের ক্যাডারদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে। ফৌজদারি কার্যবিধি ৫৪ ধারা, বিশেষ ক্ষমতা আইন-১৯৭৪, দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০২ সহ সকল কালাকানুন বাতিল করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিচার বর্হিভূত শাস্তি ও হত্যাকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং এ সবের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

রাজনৈতিক বিবেচনার বাইরে মেধা ভিত্তিক যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে পিপি. জিপি, এপিপি, এজিপিসহ উচ্চ আদালতে রাষ্ট্র পক্ষের আইনজীবী নিয়োগ এটর্নি সার্ভিস কমিশন গঠনের মাধ্যমে করতে হব।

বিচার বিভাগ থেকে সকল প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতি দুর করতে হবে।

নবীন আইনজীবীদের জন্য ট্রেনিং ও বসার ব্যবস্থা করতে হবে। আইনজীবীদের আবাসিক সমস্যা সমাধান করতে হবে। আইনজীবীদের জন্য সরকারি খরচে কোট সংলগ্ন এলাকায় চেম্বার তৈরি করে দিতে হবে। এছাড়া আইনজীবীদের জীবদ্দশায় বার কাউন্সিলের বেনোভেলেন্ট ফান্ডের টাকা প্রদান করতে হবে। বিদ্যমান বার ভবন উন্নত করণ, বার লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত বই সরবরাহ করে লাইব্রেরিকে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আনতে হবে।

নির্বাহী মেজিস্ট্রেট দ্বারা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা চলবে না। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার জন্য জুডিসিয়াল মেজিস্ট্রেট নিয়োগ দিতে হবে। বিচার কার্যক্রমে অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে এবং স্বাধীন বিচার বিভাগের পরিপন্থি বিচারিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায় কার্যকর করার দাবি জানান।